মূলশব্দঃ
ভিন্ন
বিভক্ত
মতামত
শ্রদ্ধা করা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

13 September 2024 / 9 Rabiul Awal 1446H

সুন্নাহ পালনের উপকারঃ ভিন্ন মতাবলম্বীদের মোকাবিলা করা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، أَبَانَ لِلنَّاسِ مَعَالِمَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، وَجَعَلَ لَهُمْ رُسُلًا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ، فَأَرْسَلَ مِنْهُمْ حَبِيْبَهُ مُحَمَّدًا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وُلِدَ النُّوْرُ بِمَوْلِدِهِ، وَبُعِثَتِ الْإِنْسَانِيَّةُ مِنْ ضَيَاعِهَا بِمَبْعَثِهِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন, আমাদের মহানবী মোহম্মদ (সঃ) এর জীবনের আলোকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে যে নির্দেশাবলী দিয়েছেন সেগুলি পালন করে এবং যেগুলি নিষেধ করেছেন সেগুলি করা থেকে বিরত থেকে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমাদের তাকওয়া আরো গভীর করি। আসুন, আমরা সবাই নিয়মিত আমাদের নবী করিম (সঃ) এর জীবনী পাঠ করি এবং তাঁর চরিত্র বিশেষ করে তিনি যখন ভিন্ন মতাবলম্বীদের সাথে মোকাবিলা করতেন তখন তিনি যে আচরণ করতেন সেগুলি অনুসরণ করে তাঁর জীবনকে একটি আদর্শ হিসাবে নিতে সচেষ্ট থাকি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা

আমাদিগকে সেই অনুপ্রেরণা হিসাবে তৈরী করুন যেন অন্যেরা আমাদেরকে দেখে ইসলামের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। আমীন।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের এই পবিত্র দিনে, আসুন আমরা কোরানের একটি আয়াতের উপর আলোকপাত করি, তাহলে দেখব সেখানে আমাদের নবী (সঃ) এর জীবনের উপর কত সুন্দরভাবে বলা আছে যিনি তাঁর উম্মতদের কত আন্তরিকতার সাথে যত্ন নিতেন যাঁদের অনেককে তিনি হয়তো কখনও দেখেনও নি। সুরা আত তাওবার ১২৮ নম্বরে বলা হয়েছে,

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨

অর্থঃ তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়"।

সম্মানিত ভাইয়েরা, আজকের খুতবায় আমরা সুন্নাহ পালন করার নানাবিধ পথ এবং তার ফলাফলসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করব বিশেষ করে এই সুন্নাহ যখন ধর্মীয় বিষয়ে অন্য মতাবলম্বীদের মুখোমুখি হতেন।

আমাদের নবী করিম (সঃ) যে ইসলাম ধর্মটি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন তা একটি সুন্দর ও সহজ জীবন যাপনের জন্য। তাঁর যাপিত জীবন আমাদের সকলের দৈনন্দিন জীবন যাপনের একটি আদর্শ স্বরূপ। বিশেষ করে যখন ভিন্ন মতের বা ভিন্ন ধর্মের মানুষের সাথে আমাদের চলতে হয় বা এ নিয়ে কথা বলতে হয়।

সুন্নাহ আমাদেরকে কখনই অন্যের সঙ্গে রুঢ় ভাষায় কথা বলতে শেখায় না বিশেষ করে যেগুলো বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতের অমিল আছে, যেমন আসরের নামাজ নিয়ে শাফী আর হানাফী অনুসারীদের

মধ্যে মতানৈক্য, বা জাকাত কি নগদ টাকায় দেয়া যাবে কি না এ নিয়ে অনেকের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। এ সব বিষয়ে কথা বলার সময় রুঢ় ভাষায় কথা না বলার শিক্ষা দেয় ইসলাম।

ইসলাম নমনীয়তাকে অনুমোদন করে। এবং অন্য মতাবলম্বীদের গ্রহণই শুধু করেন না, যদি তারা শরীয়তের মধ্যে থেকে কাজ করে তবে তাদেরকে তাদেরকে শ্রদ্ধাও করে।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আমরা যখন আমাদের নবী করিম (সাঃ) এর জীবনের দিকে তাকাই, তখন এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই যা ভিন্ন মত পোষণকারীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

প্রথমতঃ যখনই কোন মতের ভিন্নতা দেখা দিবে তখন উন্মুক্ত মনে তা নিতে হবে বিশেষ করে শারীয়ার মধ্যে থেকে যতটা ভিন্ন মতামত গ্রহণ করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, আল আজহাব যুদ্ধের পরে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বানু কুরাইজা্র এলাকায় না পৌছানো পর্যন্ত আসর নামাজ পরতে মানা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সাহাবীগণের ভিন্ন ভিন্ন মতামত ছিল। তাঁদের কেউ কেউ ঠিক আসরের সময়ে আসর নামাজ পরেছিলেন, আবার অনেকে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে তারপরে আসর নামাজ পরেছিলেন।

বিষয়টি আমাদের নবী করিম (সঃ) এর নিকট উপস্থাপিত হলে তিনি দুই গ্রুপের কোনটিরই বিরোধিতা করেন না। বরং তিনি দুই মতকেই গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনাটি তাঁর সাহাবীদের এবং তাঁর শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দেশনার মত কাজ করেছিল। আজকের দিনে, নতুন উত্থাপিত কোন বিষয়ে ঐক্যমতে না পৌছুতে পারলে তা যেভাবে মোকাবেলা করা হয় তার ভিত্তি সেই আমলে নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা ভিন্ন মতাবলম্বী কারো মুখোমুখি হলে আমাদের নবী করিম (সঃ)এর সুন্নাহকে তুলে ধরবেন। খলিফা আবু বকর (রাঃ)এর খিলাফতের কালে কোরানের আয়াতগুলি রক্ষা করা নিয়ে একটা ভাবনা তৈরী হয়েছিল এই কারণে যে যাঁরা কোরানের আয়াতগুলি প্রথমে মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই যুদ্ধে যোগদান করে শহীদ হচ্ছিলেন। সাইয়্যেদেনা উমার আল-খাত্তাব সাইয়্যেদেনা

আবু বকরকে পরামর্শ দিলেন যে কোরানের আয়াতগুলিকে সংকলন করে একত্রে বইয়ের আকারে সংরক্ষণ করে রাখার।

শুরুতে আবুবকর (রাঃ) এ ব্যাপারটিতে রাজী হতে একটু দ্বিধান্বিত ছিলেন যেহেতু নবী করিম (সাঃ) এই কাজটি নিজে করেননি। ব্যাপারটি নিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর আরেক সাহাবী জাইদ বিন থাবিত (রাঃ) এর সঙ্গে আলোচনা করলেন। পরিশেষে, নানাবিধ মতান্তরের পরে এর সমাধান করা হয় এই ভেবে যে, কোরানকে সংকলন করাটা হলো সেই সময়ের দাবী।

যখনই এমন পরিস্থিতি আসবে যে একটি বিষয়ে ভিন্ন মতামত দেখা দিল, তখন আমাদের নবী করিম (সাঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণ করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যের মতামত শোনার জন্য বক্তাকে সুযোগ দিতে হবে। নিদেন পক্ষে মতান্তরের ভিন্নতার প্রতি সম্মান দেখাতে হবে যতক্ষন তা শারীয়ার সীমানার মধ্যে থাকে।

প্রিয় উপস্থিত সুধী,

আজকের এই আলোচনা যেন রাসুল (স:) এর প্রতি আমাদের ভালোবাসাকে প্রতিপালন করতে ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে তাঁর সুন্নাহকে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে।

আমরা যখন রাসুলের জন্মমাস উদযাপন করছি, আসুন আমরা কুরআনের সাথে তাঁর গভীর সংযোগের কথা স্মরণ করি। আমাদের উপলব্ধির জন্য ইমাম আহমদ বর্ণিত একটি হাদিস দিয়ে আজকের খুতবা শেষ করব। রাসুলুল্লাহ (স:) বলেছিলেন, "শেষ বিচারের দিনে কুরআন তেলাওয়াতকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, 'কুরআন তেলাওয়াত কর এবং জান্নাতের স্তর ভেদ করে উর্ধে উঠতে থাক, এবং তেলাওয়াতকে আরও সুন্দর কর যেভাবে তুমি পার্থিব জগতে করতে। বস্তুতঃ, সর্বশেষ যে আয়াতটি তুমি পড়বে তা দিয়েই (জান্নাতে) তোমার অবস্থান নির্ধারিত হবে।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا ٱلْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.